পাসপোর্ট সেবা দিবস এবং পাসপোর্ট কর্মকর্তাদের সম্মেলন ২০১৭

পঞ্চম পাসপোর্ট সেবা দিবস এবং পাসপোর্ট কর্মকর্তাদের সম্মেলন আয়োজন করেছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রক (এমইএ) জুন ২২-২৩, ২০১৭, জওহরলাল নেহরু ভবন, নয়াদিল্লিতে। সম্মেলনে উচ্চপর্যায়ের কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় ২৩ জুন, ২০১৭। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ, কমিউনিকেশন দফতরের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী মনোজ সিংহ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. ভি কে সিংহ (অবসরপ্রাপ্ত) এবং শ্রী এ জে আকবর।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক এছাড়াও উদযাপন করে পাসপোর্ট আইন ১৯৬৭-এর পঞ্চাশ বছর, ২৪ জুন ১৯৬৭ রচিত হয়। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ স্ট্যাম্প এবং প্রথম দিনের কভার প্রকাশ করে ডাক বিভাগ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন, শীঘ্রই মন্ত্রক নতুন পাসপোর্ট ব্লকেটের উদ্বোধন করবে, যাতে ইংরাজি এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই ছাপা থাকবে। দেবনাগরি ভাষায় পাঠের জন্য পাসপোর্ট ছাপা হবে তাঁদের জন্য, যাঁরা দ্বিভাষায় পাসপোর্ট করাতে চান। নাসিকের ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেসকে এ-কাজ করতে বলা দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও দুটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন— একটি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অপরটি আট বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য। এই প্রকল্পের ফলে প্রবীণ নাগরিক এবং আট বছর পর্যন্ত শিশুদের পাসপোর্টের তৈরির ক্ষেত্রে পাসপোর্ট ফি-এর থেকে দশ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সুবিধা পাওয়া যাবে ২৪ জুন, ২০১৭ থেকে।

পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন আরও উদার ও সরলীকরণ করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রক ২৫ জানুয়ারি, ২০১৬ সালে ঘোষণা করেছিল, প্রথমবার যে কোনও পাসপোর্ট আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আধার, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড এবং একটি শংসাপত্র, যা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা না থাকার প্রমাণ দেবে— জমা করলে পুলিশ ভেরিফিকেশনের আগেই কোনও অতিরিক্ত মূল্য ছাড়াই দ্রুত পাসপোর্ট ইস্যু করা হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ দিন জানান প্যান কার্ডের বদলে আবেদনকারীর প্যান কার্ডের আবেদনপত্র বা রেশন কার্ডও এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে।

পাসপোর্ট সেবা পুরস্কার প্রদান করা হয় পাসপোর্ট অফিসার, পুলিশ বিভাগ, পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত অধিকর্তাদের, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

২০১৪ সালের মে মাস পর্যন্ত দেশে ৭৭টি পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র কার্যকর ছিল। বর্তমান সরকার আরও ১৬ টি পিএসএলকে-এর কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের অন্তভূক্ত করা হয়েছে উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্যকে। এই ১৬ টির মধ্যে ১৪টি পাসপোর্ট সেবা লঘু কেন্দ্র (পিএসএলকে) উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্যের জন্য কাজ করছে। বাকি দুটি পিএসএলকে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি এবং মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রক যোগাযোগ মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং প্রধান পোস্ট অফিসে পাসপোর্ট অফিস খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা দেশে পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র (পিওপিএসকে) নামে পরিচিত। মন্ত্রক ঘোষণা করেছে প্রথম দফায় ৮৬টি পিওপিএসকে খোলার বিষয়ে। এর মধ্যে ৫২টি পিওপিএসকে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রক দ্বিতীয় দফায় আরও ১৪৯টি পিওপিএসকে চালু করার কথা ঘোষণা করেছে, যার ফলে মোট পিওপিএসকে-এর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২৩৫। এই অতিরিক্ত ২৩৫টি পিওপিএসকে-সহ মোট পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা, যার মধ্যে পিওপিএসকেও রয়েছে, এর ফলে দেশের মানুষ মোট ২৫১ টি কেন্দ্র থেকে সুবিধা পাচ্ছে। যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে পাসপোর্ট পরিষেবা পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে মন্ত্রক। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য দেশের ৮১০টি প্রধান পোস্ট অফিসের মধ্যে ম্যাপিং করার কাজ শুরু হয়েছে।

সরকার 'নূন্যতম সরকার, সর্বোচ্চ শাসন' নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং নাগরিকদের সুবিধাজনক, ব্যাখ্যাযোগ্য, সময় নির্দিষ্ট, সুগম, মজবুত, সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে সচেষ্ট। এমইএ এবং এমওএস নাগরিকদের আরও উন্নত, পেশাদার, স্বচ্ছ, উন্নত পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে।

নয়াদিল্লি

জুন ২৪, ২০১৭